আমাদের কৃষি উদ্যোগ, উৎকণ্ঠা ও সম্ভাবনা

হারুন অর রশীদ সিদ্দিকী।

পৃথিবীর সৃষ্টি পরবর্তী অবস্থানের দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাব- মানুষ তখন জীবিকা নির্বাহ করত মূলতঃ ফলমুল আহরণ ও পশুপাখি শিকারের মাধ্যমে অর্থাৎ মানুষের জীবনের শুরুটা যদি বলি কৃষি কাজ দিয়ে তা নিশ্চয় ভুল হবে না। আবার পবিত্র কোরআন সুরা আররহমান ১০,১১,১২ আয়াতে দয়াময় যা বলেছেন তা **" আর তিনিই সৃষ্ট জীবের জন্য স্থাপন করেছেন পৃথিবীকে। সেখানে রয়েছে নানা প্রকার ফলমূল এবং খোসাযুক্ত খেঁজুরের বৃক্ষ, এবং খোসা বিশিষ্ট শস্যদানা ও সুগন্ধি গুল্ম।"** উল্লেখিত আয়াতগুলোতে মানুষের কর্ম ও জীবিকা সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মানুষ পৃথিবীতে এসে যে কাজটি প্রথমে করতে চেষ্টা করে সেটা হচ্ছে ক্ষুধা মিটানোর উপায়। এই ক্ষুধা মিটানোর উপায় বা চেষ্টাটাই কৃষি। **কৃষি এমন একটি ব্যবস্থা যা দ্বারা মানুষ জীবিকা নির্বাহ হতে শুরু করে যে কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারে।** কৃষিকেই আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম ধাপ বলে বিবেচনা করতে পারি। আমরা জানি প্রকৃতির বাস্তবতা অনুযায়ী শুরুতে পৃথিবী ব্যবস্থাপনায় কোন শিল্প কলকারখানা ছিল না। শুধুই ছিল বিস্তীর্ণ মাঠ, উদ্ভিদ ও অন্যান্য। এগুলিকে সমন্বয় সাধন ও পবিত্র কোরআন শরিফের দিক নির্দেশনা অনুসরন করেই মানুষ আজকের আধুনিক বিশ্ব গড়ে তুলেছে। মানুষ সম্পদ ও বুদ্ধির সমন্বয় ঘটিয়ে তা হতে সর্বোচ্চ সুবিধা পেতে চায় এবং এই সুবিধাটি নিঃশেষ ভাবে পেতেই ছন্নছাড়া জীবন হতে পরিবার তথা সমাজ তথা রাষ্ট্র ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটায়। যা আজকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, লুক্সামবার্গ, সুইডেন, ভারত, জাপান, চীন, মালয়েশিয়া, বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থা। সেদিনের সেই বিস্তীর্ণ মাঠ, নানান উদ্ভিদে ভরা, নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর, পাহাড়-পর্বতে ভরা পৃথিবীকে কৃষি ব্যবস্থাপনায় কাজে লাগিয়ে সম্পদের প্রাচুর্য গড়ে সারা বিশ্বের নেতৃত্ব দিচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, প্রযুক্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে জাপান, শিল্পে উন্নত চীন-ভারত-মালয়েশিয়া, শ্রেষ্ঠ উপার্জনের দেশ লুক্সামবার্গ, সুইডেন, অষ্ট্রেলিয়া। অথচ যে সমস্ত রাষ্ট্র এখাতকে অবহেলা করেছে তারাই পিছিয়ে পড়েছে। কখনও তারা তাদের গরীবি, অভাব, দুঃখ-দুর্দশা, কষ্ট, পরনির্ভরশীলতা হতে বের হয়ে আসতে পারেনি। ফলে মানুষ দুর্নীতি, সন্ত্রাস, বিলাসিতা, হানাহানিসহ ছোট-বড় ভয়ংকর সব সামাজিক অপরাধে জড়িয়ে পড়েছে। আজকের বাংলাদেশকে যেখানে দেখছি তার একমাত্র কারণই গরীবি। অথচ কৃষি দ্বারা ভাগ্যর উন্নতি ঘটানোর মত অবস্থা বাংলাদেশের জন্যে খুবই সহজ ছিল কারণ সে যোগ্যতা জন্মগতভাবে বাংলাদেশ পেয়েছিল। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশতঃ সে সম্ভাবনাকে আমরা কাজে লাগাতে পারিনি। এ লজ্জা যে কোথায় রাখি? আমরা চল্লিশ বছর রাজনীতি করে এদেশের জন্য কি আনলাম? এখন পর্যন্ত একটি উপযুক্ত কৃষিনীতি, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা তৈরী করতে পারলাম না। যা দ্বারা এদেশের মানুষের ভাগ্যর পরিবর্তন আসবে। দেশের অবস্থা এতটাই নাজুক যে সামান্য বিপর্যয়ও প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বাংলাদেশের নেই। বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস হলে পরের দিকে চেয়ে থাকতে হয়। বিদেশের বাজারে সামান্য পণ্যের মূল্য উঠানামাতেই এদেশের মানুষকে অর্ধাহারে-অনাহারে থাকতে হয়, তেলের বদলে পানি দিয়ে রান্না করতে হয়, অভিবাবকদের সংসারের খরচ যোগাতে যক্ষা রুগীর মত ধুঁকতে হয়। সন্তানকে স্কুলে যাওয়ার পরিবর্তে কাজে যেতে পরামর্শ দিতে হয়। ঈদ-পুঁজা-বড়দিন সহ বিভিন্ন সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের আনন্দ-আপ্যায়ণ বাদ দিতে হয়। পুষ্টির অভাবে নানান রোগে আক্রান্ত হতে হয়। যা আমাদের কারোরই কাম্য নয়। এদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক সরকার কৃষিখাতের উন্নয়নের স্বার্থে অতীতে বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন। কিন্ত তা থেকে দেশের জন্যে খুব একটা ভাল কিছু বয়ে আনতে পারিনি তা এদেশের সাধারণ মানুষ সবাই অবগত আছি। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনসহ বিভিন্ন এনজিও প্রতিষ্ঠান যারা এদেশের কৃষি কাজের সাথে সরাসরি জড়িত। কেউ বীজ-সার, কেউবা সেচ-বিদ্যুৎ সরবরাহ করে, কেউ ঋণ প্রদান করে, কেউ কৃষকদের প্রশিক্ষণ দানসহ বিভিন্ন কার্যক্রম করে থাকে। এত চেষ্টার পরও এদেশে আজও সেই মান্দাতা আমলের পদ্ধতিতে চাষাবাদ হয়। ১/২/৩ টির বেশি ফসল সারা বছর একটি জমি হতে পাওয়া যেন অসম্ভব কথা। বন্যায় চাষাবাদ বন্ধ রাখতে হয়, প্রতি বছর হাজার হাজার একর জমি অনাবাদী অবস্থায় ফেলে রাখতে হয়, কৃষকদের বিভিন্নভাবে প্রতারিত হতে হয়, আমদানি করেই আমাদের খাদ্যের চাহিদা মেটাতে হয়। আর রাজনৈতিক অস্থিরতা, এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলির ঋণদান নীতি, মধ্যসত্ত্ব ভোগীদের মুনাফা নীতি, অনিয়ন্ত্রিত বাজার ব্যবস্থা, সরকার ও কৃষি উন্নয়ন বিভাগের অদক্ষতা, সার-বীজ-বিদ্যুৎ এর কৃত্রিম সংকট আমাদের কৃষি ব্যবস্থাপনাকে আরও সমস্যায় নিমজ্জিত করেছে। দেশকে করেছে পরনির্ভরশীল। অথচ বাংলাদেশের মাটি, আবহাওয়া এতই উৎপাদনশীল বা উর্বর যে সব ধরনের ফসলই এখানে সর্বোচ্চ পরিমান উৎপাদন সম্ভব। যেটা পৃথিবীর অন্যকোন দেশের মাটিতে সম্ভব কিনা তা আমাদের জানা নাই। একটু চেষ্টা, উদ্যোগ ও গবেষণার সমন্বয়ই দিতে পারে এখাতের অভাবনীয় উন্নয়ন সাফল্য। তাই আজ প্রয়োজন হয়ে গেছে জানা- বাংলাদেশের মাটি ও আবহাওয়ার যোগ্যতা/উৎপাদনশীলতার ধরন, বিভিন্ন জেলায় মাটি ও আবহাওয়ার প্রকারভেদ, আবহাওয়া ও মাটি নিয়ন্ত্রনের উপায় কি, কিভাবে একদেশের ফসল অন্যদেশে সফলভাবে উৎপাদন করা যায়, কিভাবে উচ্চ ফলনশীল ফসলের সর্বোচ্চ উৎপাদন সম্ভব, কৃত্রিম সার-বিষ এর উপর নির্ভরতা কমানো, মাটির স্বাস্থ্য সম্মত জৈব সার উদ্ভাবনের উপায় কি, নিজস্ব প্রযুক্তি অথচ কম খরচে দ্রুত কাজ করার যোগ্যতা সম্পন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, বিভিন্ন উদ্ভিদ ও ফসলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব উদ্ভাবন, বিভিন্ন ফসলের বহুমূখী ব্যবহার নিশ্চিত করা, অনাবাদী জমিগুলি চাষের আওতায় আনা, আবাদী জমি রক্ষা ও বৃদ্ধি/উদ্ধার করা, একটি উত্তম ব্যবস্থাপনা নীতি-পরিকল্পনা-কৌশল নির্ধারণ করা, সারা দেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সার, বীজ, সেচ, বিদ্যুৎ, অর্থ সময়মত কৃষকদের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়ার উপায় কি?

জনসংখ্যার চাপ, খাদ্যের ঘাটতি, ব্যাপক কৃষি উন্নয়ন এবং স্বনির্ভরতা অর্জনের স্বার্থে আমরা সাধারণ বর্তমান ও আগামী নেতৃত্বকে একটি সম্পূর্ণ নতুন কৃষি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত করার অনুরোধ জানাই। যেটি কৃষকদের বন্ধু হয়ে কাজ করবে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভাগ, জেলা শহর-গ্রামে ও ঘরে ঘরে কৃষি উন্নয়ন ঘটাতে সব ধরনের সেবা দিতে সচেষ্ট থাকবে। অর্থাৎ ঋণ সরবরাহ হতে শুরু করে সার, বীজ, সেচ, বিদ্যু, ডিজেল, ভতূর্কী সহ সব ধরনের সুবিধা দিতে প্রস্তুত থাকবে। পাশাপাশি কৃষক সদস্যদের প্রশিক্ষণ, প্রয়োজনে প্রশিক্ষণের জন্যে বিদেশে প্রেরণ, মাসিক ভাতা ও কৃষক সদস্যদের ছেলে-মেয়েদের লেখা-পড়া এবং চাকরীর ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা সহ সকল কৃষক সদস্যদের সুনাগরিকের মর্যাদা দিতে কর্পোরেশন বাধ্য থাকবেন। যাতে কৃষকরা কর্পোরেশনের সদস্য হওয়াটা নিরাপদ ও গর্বিত বোধ করেন। আর কৃষকরা স্ব স্ব জমির দলিল(ফেরতযোগ্য) কর্পোরেশনে জমা দিয়ে সদস্য হবেন বা সদস্য হতে কর্পোরেশন আগ্রহী করে তোলার চেষ্টা করবে। দশ থেকে বিশ জন মিলে কৃষক সদস্যদের একটি দল হবে এবং প্রতি দল হতে নির্বাচিত তিনজন সদস্য স্ব স্ব দলের প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং কর্পোরেশনের নিকট হতে স্ব স্ব দলের পক্ষে সকল সুবিধা গ্রহণ করবেন। কর্পোরেশন সকল কৃষক সদস্যদের জমির পরিমান ও ফসলের ধরন অনুযায়ী উৎপাদন খরচ বিবেচনা করে সারা বছর কৃষক সদস্যদের মাঝে যত সামান্য লাভে ঋণ প্রদান করবে। কর্পোরেশন বীজ, সার, বিদ্যুৎ, সেচ ও ডিজেল সহ সব ধরনের কৃষি উপকরণের সেবা যথাসময়ে কৃষক সদস্যদের নিকট পৌঁছিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে। কৃষক সদস্যগণ তাদের ঋণের টাকা হতে সেগুলি সংগ্রহ এবং

ক্ষেতের ফসল বিক্রি করে কৃষক সদস্যগণ কর্পোরেশনের ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন। ঋণের মেয়াদ অবশ্যই ফসল উঠা ও বিক্রি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে। প্রয়োজনে প্রতি বছর বা রবি মৌসুমে একটি নির্দিষ্ট অর্থ কর্পোরেশন কৃষক সদস্যদের মাঝে ভতূর্কীর অর্থ প্রদান করবেন। কর্পোরেশন সারা দেশের বিভিন্ন বিভাগ ও জেলায় পতিত অবস্থায় পড়ে থাকা অনাবাদী জমি গুলি আবাদের চেষ্টা করবেন। দেশের আনাচে-কানাচে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ও ঘরে ঘরে কর্পোরেশন তাদের কার্যক্রম চালাতে বাধ্য থাকবে এবং জনগণকে তিল পরিমান জমিও চাষ করতে উৎসাহী করে তুলবেন এবং প্রয়োজনে সব ধরনের সহযোগীতা দিতে বাধ্য থাকবেন। কর্পোরেশনের গবেষণা বিভাগ বাংলাদেশের মাটি, আবহাওয়া, উচ্চ ফলনশীল ফসল, উন্নত বীজ, মাটির স্বাস্থ্য সম্মত জৈব সার, প্রযুক্তি, বাজার, খাদ্য অভ্যাস, কৃষক জীবন, অপকারী ও উপকারী পোকা, বন্যা প্রতিরোধ, জমির সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতা অর্জন সহ কৃষি ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকায়ন করতে যে সমাধান প্রয়োজন তা খুঁজে বের করতে সর্বদাই সচেষ্ট থাকবে।

সম্মানিত পাঠক যে দেশের-জমি, গাছ, মাছ ও পানি থাকে এবং একটি চমৎকার আবহাওয়া দিয়ে যদি তা প্রকৃতিগতভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহলে সে রাষ্ট্রের আর কি প্রয়োজন? এর চেয়ে বড় সম্পদ আর কি হতে পারে? এত বড় সম্পদ থেকেও আমরা গরীব। সাহায্য ব্যতিত আমাদের দেশ চলে না। বিদেশীরা সাহায্য দিয়ে ভাল হয় আর দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে চুষে খায়। আমাদের বোধোদয় হওয়া উচিৎ। উচিৎ চুরি-চামারি ছেড়ে দেশের উন্নয়নে নিজেদের আত্মনিয়োগ করা। যাহোক ব্যাপক কৃষি উন্নয়ন ব্যতিত গরীবি, দুঃখ-দুর্দশা/কষ্ট হতে আমরা কোনদিনই মুক্তি পাবনা। একথা আমরা সাধারণমাত্র সবাই জানি এবং তার জন্যে নিজেদেরকেই অক্লান্ত চেষ্টা করতে হবে। বিদেশী সাহায্য, বুদ্ধি, প্রযুক্তি, ঋণ, নেতৃত্ব, চাটুকারীতা, সহযোগীতা, ভালবাসা কোনদিনই ভাল জিনিস না। অথচ আমরা সেটাই খুবই পছন্দ করি। একটি গরীব বা অনুন্নত দেশ যাতে স্বনির্ভরশীল হতে না পারে সেজন্য তারা রাজনৈতিক ও কুটনৈতিক ভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে। তারা সাহায্য ও ঋণ দিয়ে ওই দেশকে পঙ্গু বানিয়ে রাখে। যা আমরা উপলব্ধি করতে পেরেও প্রভুত্বের কারণে নীরব থাকি। তাই আমাদের সবাইকে এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে এবং বিদেশী ওই কুচক্রিদের নীতিতে কুঠারাঘাত করে দেশের স্বনির্ভরতা অর্জনের স্বার্থে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশকে সহযোগিতা করার মানুসিকতা গড়তে হবে তা হবে উত্তম বাঙ্গালীর পরিচয় এবং সেই সাথে দেশকে উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনায় বেঁধে কৃষির ব্যাপক উন্নয়ন ঘটিয়ে নিজেদের ভাগ্য ফেরাতে হবে।

বায়রা, পাবনা বেড়া ১৫ই ভাদ্র ১৪১৫ বাংলা